সংবাদ

তারিখ 2 4 FEB 2005

পৃষ্ঠা … কলাম …

লক্ষ্মীপুরে ভুয়া ছাত্রীদের নামে বরাদ্দ উপবৃত্তির লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষ্মীপুর

জেলায় প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই না করে ভুয়া নামের উপবৃত্তির লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে এলাকার সচেতন মহল জনতা ব্যাংক পরিচালকের কাছে একটি অভিযোগপত্র পাঠিয়েছে।

২০০৩ থেকে উপবৃত্তির টাকা প্রদানে প্রতিটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় ব্যাংকের অফিসের উপস্থিতিতে টাকা বণ্টন না করে জনতা ব্যাংক লক্ষ্মীপুর কৃষি শাখার ম্যানেজার আবুল বশর, নাজমুল হক, ইউডিএ মজিবুল হক ও ফয়েজ আহম্মদকে দিয়ে টাকা বিতরণ করেন। ব্যাংক কর্মচারীরা প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকসহ ছাত্রীদের ছবি, সই ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই না করে ভুয়া ছাত্রীদের নামের টাকা আত্মসাৎ করে লাভবান হচ্ছে। সদর উপজেলায় ১৩ হাজার ১৬৩ জন ছাত্রী উপবৃত্তির তালিকায় রয়েছে। সূত্র মতে, ৪ হাজার ছাত্রীই ভুয়া। অনুরূপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কয়েক হাজার ভুয়া ছাত্রীর নাম তালিকাভুক্ত করে ব্যাংক কর্মচারী, প্রকল্প কর্মকর্তা ও স্কুল শিক্ষকরা লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করছেন। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা জানিয়ে এলাকার সচেতন মহল বার বার ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের চেক পাস করার সময় দুর্নীতিবাজ ব্যাংক কর্মচারীরা প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্রী প্রতি একশ' টাকা বাধ্যতামূলক আদায় করে নেয়।

শিক্ষক ও এলাকার সচেতন মহল দুর্নীতিবাজ ব্যাংক কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের অনুলিপি জনতা ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন বিভাগে পাঠিয়েছে।